পবিত্র কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত
মানুষের শপথ সংক্রান্ত
আল্লাহ তা'য়ালার বিধানসমুহ পর্ব -১

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত 'মানুষের শপথ সংক্রান্ত আল্লাহতায়ালার বিধান সমূহ'।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ **সুরা আল বাকারা**

১) ভালো কাজ না করা, মন্দ কাজ থেকে আত্মরক্ষা না করা, এবং মানুষের মাঝে সন্ধি সমঝোতা না করে দেয়ার শপথ করার সময় আল্লাহর নাম ব্যবহার করো না।

সুরা ২ বাকারাঃ আয়াতঃ ২২৪

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا
بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾

তোমরা নিজেদের শপথের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিও না, সৎকাজ, আত্মসংযম, এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে; বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।

২) অনিচ্ছাকৃত নিরর্থক শপথের জন্যে আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না।

সুরা ২ আল বাকারা, আয়াতঃ ২২৫

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾

আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের নিরর্থক শপথ সমূহের(অর্থহীন শপথের) জন্যে তোমাদেরকে ধরবেন না; কিন্তু তিনি তোমাদেরকে ঐসব শপথ সম্বন্ধে ধরবেন যেগুলো তোমাদের মনের সংকল্প অনুসারে সাধিত হয়েছে এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল ও ধৈর্যশীল।

৩) যারা স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক না রাখার শপথ করে তাদের অবকাশ ৪ মাস।

সুরা ২ বাকারা, আয়াতঃ ২২৬

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾

যারা স্বীয় স্ত্রীগণ হতে পৃথক থাকবার শপথ করে তারা চার মাস প্রতীক্ষা করবে; অতঃপর যদি তারা প্রত্যাবর্তিত হয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে সুরাঃ আল ইমরান

৪) আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকার এবং নিজেদের শপথ যারা তুচ্ছমূল্যে বিক্রয় করে, আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই।

সুরা ৩ আল ইমরান, আয়াতঃ ৭৭

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا
خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

নিশ্চয় যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ও স্বীয় শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোনই অংশ নেই এবং আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না ও কিয়ামত দিবসে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না এবং তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

৫)মুনাফিকরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলে, তারা তোমাদের(মুমিনদের) সাথে আছে। তাদের(মুনাফিকদের)সমস্ত আ'মল নষ্ট হয়ে গেছে।

সুরা ৫ আল মায়েদা, আয়াতঃ ৫৩

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ
أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٣﴾

আর মুসলমানরা বলবেঃ আরে! এরাই নাকি তারা! যারা অতি দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নামে শপথ করতো যে তারা তোমাদের সাথেই আছে; এদের সমস্ত কর্মই ব্যর্থ হয়ে গেল, ফলে তারা অকৃতকার্য রইলো।

৬) শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা দশজন মিসকিনকে আহার করানো অথবা তাদের বস্ত্রদান অথবা একজন দাস মুক্ত করা । অপারগ হলে তিনদিন সওম পালণ করা।

সুরা ৫ মায়েদা, আয়াতঃ ৮৯

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا
عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ
اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ؕ فَمَنْ
لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ؕ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ؕ
وَ احْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের অনর্থক কসমগুলোর ব্যপারে পাকড়াও করবেন না; কিন্তু তিনি তোমাদেরকে ঐ কসম সমূহের জন্যে পাকড়াও করবেন, যেগুলোকে তোমরা দৃঢ়ভাবে কর, (অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত শপথ)। সুতরাং ওর কাফফারা হচ্ছে দশজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করা মধ্যম ধরণের, যা তোমরা নিজ পরিবারের লোকদেরকে আহার করিয়ে থাক, অথবা তাদেরকে পরিধেয় বস্ত্র দান করা (মধ্যম ধরণের) অথবা একটা ক্রীতদাস বা বাঁদি আযাদ করা, আর যে ব্যক্তি (এগুলোর কোন একটিও করতে সমর্থ) না হয় , তবে তার জন্য (একাধারে) তিন দিনের রোযা; এটা তোমাদের কসমসমূহের কাফ্ফারা যখন তোমরা কসম কর(অতঃপর ভঙ্গ কর) এবং নিজেদের কসম সমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখো; এরূপেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে স্বীয় বিধান সমূহ বর্ণনা করেন, যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

৭) মৃত্যুর সময় অসিয়ত করা ও সাক্ষী রাখার বিধান । সাক্ষীরা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে।

সুরা ৫ আল মায়েদা, আয়াতঃ ১০৬, ১০৭, ১০৮

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
حِيْنَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ اَوْ اٰخَرٰنِ مِنْ غَيْرِكُمْ
اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ ؕ
تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْۢ بَعْدِ الصَّلٰوةِ فَيُقْسِمٰنِ بِاللّٰهِ اِنِ ارْتَبْتُمْ لَا
نَشْتَرِىْ بِهٖ ثَمَنًا وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ۙ اللّٰهِ اِنَّاۤ
اِذًا لَّمِنَ الْاٰثِمِيْنَ ﴿١٠٦﴾

হে মু;মিনগণ! তোমাদের পরস্পরের(বিষয়াদির) মধ্যে তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষী থাকা সঙ্গত, যিখন তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যু আসন্ন হয়(অর্থাৎ) অসিয়ত করার সময় হয়, অথবা ভিন্ন সম্প্রদায় হতে দু'জন হবে যদি তোমরা সফরে থাক অতঃপর মৃত্যুর বিপদ তোমাদের পেয়ে বসে, যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে সাক্ষীদ্বয়কে নামাজের (জামায়াতের) পর অপেক্ষমান রাখো, অতঃপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবেঃ আমরা এ শপথের বিনিময়ে কোন স্বার্থ ভোগ করতে চাই না; যদিও সে আত্মীয়ও হয়; তবে আল্লাহর বিধানকে

আমরা গোপন করবো না(যদি এরূপ করি তবে) এমতাবস্থায় আমরা ভীষণ পাপী হবো।

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ
الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَٰدَتُنَآ أَحَقُّ
مِن شَهَٰدَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَآ ۖ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ الظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾

অতঃপর যদি জানা যায় যে, অসীদ্বয় (সাক্ষীদ্বয়) কোন পাপে জড়িত হয়ে পড়েছে, তবে যাদের বিপক্ষে পাপে জড়িত হয়ে পড়েছিল তাদের মধ্য হতে (মৃতের) সর্বাপেক্ষা নিকটতম অপর দু'ব্যক্তি সে স্থানে স্থলাভিষিক্ত হবে, অতঃপর (এরূপে) আল্লাহর নামে শপথ করে বলবেঃ নিশ্চয়ই আমাদের এ শপথ তাদের শপথ অপেক্ষা অধিক সত্য এবং আমরা বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করিনি, (যদি করি, তবে) এমতাবস্থায় যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবো।

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِالشَّهَٰدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓا۟ أَن تُرَدَّ
أَيْمَٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۗ وَاتَّقُوا۟ اللَّهَ وَاسْمَعُوا۟ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى
الْقَوْمَ الْفَٰسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

এটাই এ বিষয়ে অতীব সহজ পন্থা, যে তারা ঘটনা যথাযথভাবে প্রকাশ করে দেয়, অথবা এ তারা ভয় করে যে, তারা শপথ গ্রহণ করার (পুনঃ) শপথগুলো ফিরানো

হবে; আল্লাহকে ভয় কর এবং(বিধান সমূহের) শ্রবণ কর, আর আল্লাহ ফাসিকদেরকে পথ দেখাবেন না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আন'আম

৮) কাফেররা আল্লাহর নামে কঠোর শপথ করে বলে, যদি তাদের জন্যে কোনো নিদর্শন আসতো, তবে অবশ্যই তারা ঈমান আনতো। নিদর্শন এলেও তারা ঈমান আনতো না।

সুরা ৬ আন'আম, আয়াতঃ১০৯

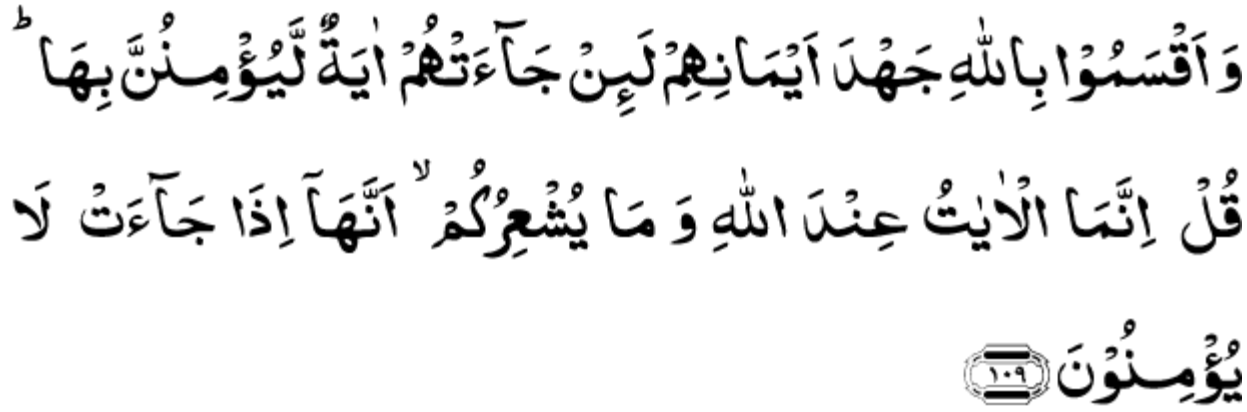

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا ؕ قُلْ اِنَّمَا الْاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ مَا يُشْعِرُكُمْ ۙ اَنَّهَاۤ اِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۱۰۹﴾

আর কঠিন অঙ্গীকার সহকারে আল্লাহর নামে কসম করে তারা বলেঃ কোন একটা নিদর্শন (মু'জিযা) তাদের কাছে আসলে তারা অবশ্যই ঈমান আনবে। (হে মুহাম্মাদ সঃ) তুমি বলে দাওঃ নিদর্শন গুলো সমস্তই আল্লাহর অধিকারে । আর (হে মুসলমানরা)! কী করে তোমাদেরকে বুঝানো যাবে যে, নিদর্শন আসলেও তারা ঈমান আনবে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আ'রাফ

৯) সে (ইবলিশ শয়তান) তাদের(আদম ও হাওয়া) কাছে শপথ করে বললো, "আমি অবশ্যই তোমাদের কল্যাণকামী"।

সুরা.৭ আ'রাফ, আয়াতঃ ২১

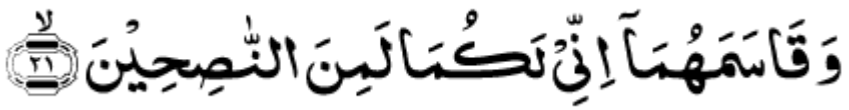

وَقَاسَمَهُمَاۤ اِنِّىْ لَكُمَا لَمِنَ النّٰصِحِيْنَ ﴿۲۱﴾

সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বললোঃ আমি তোমাদের হিতাকাঙক্ষীদের অন্যতম।

১০) এরা (মুমিনরা) কি তারা নয়, যাদের সম্পর্কে তোমরা (কাফির , মুশরিক ও মুনাফিকরা)শপথ করে বলতে , আল্লাহ এদের প্রতি দয়া করবেন না, অথচ তাদেরকেই (মুমিনদেরকে) বলা হয়েছে , জান্নাতে দাখিল হও।

সুরা ৭ আ'রাফ, আয়াতঃ ৪৯

اَهٰٓؤُلَآءِ الَّذِيْنَ اَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ ؕ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ

لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ﴿٤٩﴾

আর সেই জান্নাতবাসীরা কি সে সমস্ত লোক যাদের সম্পর্কে তোমরা কসম করে বলতে যে, এদের প্রতি আল্লাহ দয়া করবেন না?(অথচ তাদের জন্যে এই ফরমান জারী হলো যে), তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর, তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা চিন্তিত ও দুঃখিত হবে না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত তাওবা

১১)মুশরিকরা চুক্তি করার পর তাদের শপথ ভঙ্গ করলে , তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো।

সুরা ৯ আত তাওবা, আয়াতঃ ১২,১৩

وَ اِنْ نَّكَثُوْٓا اَيْمَانَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ

فَقَاتِلُوْٓا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ ۙ اِنَّهُمْ لَآ اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ﴿١٢﴾

আর যদি তারা অঙ্গীকার করার পর নিজেদের শপথগুলোকে ভঙ্গ করে ফেলে এবং তোমাদের দ্বীনের প্রতি অপবাদ দেয়, তবে তোমরা কুফুরের অগ্রনায়কদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, (এই অবস্থায়) তাদের শপথ রইল না, হয়তো তারা বিরত থাকবে।

أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓا أَيْمَٰنَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُمْ
بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم
مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

তোমরা এমন লোকদের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করবে না যারা নিজেদের শপথগুলোকে ভঙ্গ করে ফেলেছে, আর রসুলকে দেশান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং তারা তোমাদের বিরুদ্ধে নিজেরাই প্রথমে বিবাদ সৃষ্টি করেছে? তোমরা কি তাদেরকে ভয় করছো? বস্তুতঃ আল্লাহই হচ্ছেন এ বিষয়ে বেশী হকদার যে তোমরা তাকে ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হয়ে থাকো।

<u>বুখারী শরীফ হাদীসঃ</u>

আব্দুল্লাহ ইবনে আ'মর থেকে বর্ণিত রসুল(সঃ) বলেছেন, বড় গুনাহ হলোঃ ১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা .২) অংশীদার/স্বামী/স্ত্রীকে অস্বীকার করা এবং অবাদ্ধ হওয়া, ৩) মিথ্যা শপথ করা।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা পবিত্র কোরআনের ও হাদীসের নির্দেশ অমান্য করা কঠিন গুনাহের কাজ। আল্লাহ আমাদেরকে কোরআন ও হাদীস বুঝে সে মোতাবেক আ'মল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

.....||